ছোটদের

হজরত আবু বকর

নকীব মাহমুদ

নাশাত

ছোটদের হজরত আবু বকর
নকীব মাহমুদ

প্রথমপ্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২০
প্রথমসংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

বানান : সাজ্জাদ হুসাইন
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
স্বত্ব : সংরক্ষিত

বিনিময় : ১২৫ (একশ পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ISBN : 978-984-97743-0-3

আয়াশ মাহমুদ রাইয়ান
আমার চোখের শীতলতা!
নকীব মাহমুদ

কৈফিয়ত

মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো-কোটি শোকরিয়া। এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি আঁধার-কালো এ ধরণীতে প্রেরিত হয়েছিলেন আলোর মিনার হয়ে। বিপথগামী মানুষকে দেখিয়েছেন সত্যের পথ।

আজ ভীষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই মানুষটির কথা, যিনি রাসুলুল্লাহর ইনতেকালের পর হাল ধরেছিলেন মুসলিম উম্মাহর। ইতিহাস যাকে 'সিদ্দিকে আকবার' নামে চেনে। তিনি আমাদের প্রিয় হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। 'খুলাফায়ে রাশিদীনের' অন্যতম এই খলিফা ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছের মানুষ– বন্ধুজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর দু-বছরের কিছু বেশি সময় তিনি খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার পুরো জীবনে একটি মুহূর্তও রাসুলুল্লাহর আদর্শের বাইরে চলেননি। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই– এমন সুন্দর জীবনের প্রতি পদেই রয়েছে আমাদের শেখার অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই ভাবনা থেকেই মূলত বইটি লেখা। আশাকরি, আমাদের শিশু-কিশোরেরা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচরিত জানার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকেও প্রিয়নবির আদর্শে গড়ে তুলতে উৎসাহী হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। বই প্রকাশের এই শুভ ক্ষণে সবাইকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বিশেষ করে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ধন্যবাদ দেবো। তিনি যদি মানসিকভাবে আমাকে সাপোর্ট না দিতেন তবে বইটি হয়তো এত দ্রুত লিখে শেষ করা যেত না।

অভিজাত প্রকাশনী নাশাত পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী আহসান ইলিয়াস ভাইকেও বিশেষ ধন্যবাদ দেবো। সুন্দর এ কাজটির উদ্যোগ যদি তিনি না নিতেন তাহলে হয়তো এত দ্রুত আলোর মুখ দেখতো না বইটি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার শ্রম কবুল করুন- আমিন!

সবশেষে পাঠক, বইটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামতের প্রত্যাশা করি। আশাকরি, ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ!

নকীব মাহমুদ
২২ জানুয়ারি ২০২০
পূর্বরাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা

সূচিপত্র

নতুন রবি উঠলো হেসে : ১১
এ জীবন আলোকিত : ১৩
মাটির পুতুল খোদা হয় কেমন করে? : ১৭
সিদ্দিকে আকবর : ১৯
অসহায়ের বন্ধু তিনি : ২১
এই জুলুম! এই অত্যাচার! : ২৩
অজানার পথে : ২৫
মক্কা ছেড়ে দূর মদিনায় : ৩০
ক্লান্তিকালের মহানায়ক : ৩৩
খলিফা হবে কে : ৩৫
মিম্বর থেকে আওয়াজ আসে মহাসত্যের : ৩৮
যুদ্ধে যাবার সময় এখন! : ৪২
এই আমাদের সিন্দাবাদ! : ৪৬
মিথ্যা নবীদের দমন : ৪৯
এ কীর্তি তোমরই! : ৫৩
নতুন রাজা এলো দেশে : ৫৭
নেমে এলো শোকের ছায়া : ৬১

নতুন রবি উঠলো হেসে

মরুভূমির অথৈ বালুরাশি পাড়ি দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যাচ্ছেন তিনি। যাচ্ছেন বাণিজ্যে। শীর্ণ দেহ। চোখ-দুটো কোটরাগত। প্রশস্ত কপাল। যাচ্ছেন অতি নীরবে।

লিকলিকে শরীর। বাণিজ্যের বোঝা সঙ্গে করে হাঁটছেন। হাঁটতে গেলে একটু কুঁজো মতন দেখাচ্ছে দূর থেকে। অথচ হাঁটায় এক আকাশ আভিজাত্যের ছাপ। উজ্জ্বল সাদা ফরসা চেহারা থেকে কাঁচা হলুদের আভা ঠিকরে পড়ছে মাটির বুকে। ঠিক যেন সকালের প্রথম সূর্যোদয়। সূর্য যেমন দিনভর আলো বিলায় পৃথিবীজুড়ে, তেমনই তিনি জীবনভর আলো বিলিয়ে যান নিঃস্বার্থভাবে। তার আলোয় আলোকিত হয় সারা জাহান।

শুনে অবাক হবে- সূর্য যেমন চাঁদের কাছ থেকে আলো ধার করে তারপর সেই আলো ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে, তেমনই তিনি ধার করে করে আলো বিলিয়ে যান মানুষের মাঝে। অন্ধকারে ফোটান আলোর ফুল। দেখান সত্যের পথ। যে মহান সূর্য-মানবের কথা বলছি তোমাদের- তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ, ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমাদের প্রিয়নবীর প্রিয় মানুষ তিনি। রাসুলুল্লাহর পর দিকহারা মুসলিম উম্মাহর হাল ধরেছিলেন যিনি দক্ষ নাবিকের মতো, সেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাই বলছি তোমাদের। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বয়সে দু-বছরের কিছু বেশি দিন ছোট ছিলেন তিনি। শয়তান আবরাহা যে বছর আল্লাহর ঘর কাবা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কায় এসেছিল এর দু-আড়াই বছর পর সেই পবিত্র ভূমির বিখ্যাত কুরাইশ বংশের অভিজাত শাখা আত-তাইমে জন্মগ্রহণ করেন হজরত আবু বকর। বাবা উসমান- তোমরা যাকে আবু

কুহাফা নামে চেন- তিনি ছিলেন আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মে বাবা আবু কুহাফার ঘরে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। মা উম্মুল খাইরের কোলজুড়ে নেমে আসে আকাশের চাঁদ। মা আদর করে সে চাঁদকে ডাকেন আবদুল্লাহ। উঠতে-বসতে, সকাল-সন্ধ্যা আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ করে মুখে ফেনা তোলেন মা উম্মুল খাইর এবং বাবা আবু কুহাফা। আহা! তাদের আবদুল্লাহ-ই যে ভবিষ্যতের আবু বকর সিদ্দিক! এমন সোনার টুকরো সন্তান পেলে কার না খুশি লাগে, বলো!

এ জীবন আলোকিত

এক বছর দু-বছর করে আবু বকরের বয়স ত্রিশের কোটায়। পাড়া-মহল্লায় বেশ নাম-ডাক আবু বকরের; যেমন তার চরিত্র তেমনই আচরণ। ছেলে আবু বকরের মেধা আর গুণে বাবা আবু কুহাফা মুগ্ধ হন। ভাবেন ব্যবসার দায়-দায়িত্ব এবার তবে ছেলের কাঁধেই তুলে দেওয়া যাক।

ছেলের কাঁধে ব্যবসার বিশাল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন বাবা আবু কুহাফা। সততা আর নিষ্ঠায় ততদিনে আরবের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আমাদের প্রিয় মানুষ আবু বকর। ব্যবসার কাজে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যান তিনি। কখনো পশ্চিমে যান, কখনো পুবে।

শামদেশের নাম শুনেছো নিশ্চয়! বর্তমান সিরিয়া ও তার আশপাশের কিছু অঞ্চল নিয়েই ছিল সেকালের শামদেশের সীমানা। এই শামদেশ ছিল বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত একটি জায়গা। মক্কা থেকে প্রায়ই বাণিজ্য-কাফেলা ছুটে যেত শামদেশে। এমনই এক বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে শামদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন মক্কার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী আমাদের প্রিয় আবু বকর। এর আগেও কয়েকবার শামদেশে বাণিজ্য-সফরে গিয়েছিলেন তিনি। পথ-ঘাট ভালোই চেনাজানা।

দিন যায়।

দিন যায়।

দিন যায়।

এক এক করে আমাদের প্রিয় আবু বকরের সব পণ্যই ভালো দামে বিক্রি হয় শামের বাজারে। ব্যবসায় প্রচুর লাভ হওয়ায় বেশ ফুরফুরে আবু বকরের হৃদয়-মন।

একদিন তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন। বুক ধড়ফড় করে ওঠে তার। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না স্বপ্নের কোনো কূলকিনারা।

কী করবেন?

কী করবেন?

সেই শামদেশেই বাস করতেন বড় এক পাদরি। বেশ নামডাক তার—বুহাইরা পাদরি।

এই পাদরি বুহাইরাকে আগে থেকেই চিনতেন আবু বকর। এক দণ্ড বিলম্ব করলেন না তিনি। সোজা চলে গেলেন পাদরি বুহাইরার কাছে। খুলে বললেন সেই রহস্যময় স্বপ্নের কথা। সব শুনে পাদরি বুহাইরা একেবারে থ বনে গেলেন। বলে কী লোকটা! কিছুক্ষণ যেন ঝিম মেরে বসে থাকলেন পাদরি। তারপর একে একে জানতে চাইলেন কোত্থেকে এসেছে। কী করে। পাদরি বুহাইরা যখন জানতে পারলেন আবু বকর মক্কার অভিজাত কুরাইশ বংশের লোক তখন যেন চোখজোড়া তার আনন্দে ভিজে উঠলো। আবু বকরের চোখে চোখ রেখে গুপ্তধনের গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেওয়ার মতোই বলে উঠলেন তিনি- যদি এটাই সত্য স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো, তার আগমনের সময় হয়ে এলো বুঝি! সুসংবাদ নাও, তুমি তার সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছো!

আবু বকরের ঘোর কাটে না। তিনি ভাবেন। সারাক্ষণ শুধু ভেবে যান তিনি। কিন্তু তার এই ভাবনার কথা কাউকে বলেন না।

একদিন।

বাণিজ্য শেষ করে শামদেশ থেকে জন্মভূমি মক্কায় ফিরে আসেন আবু বকর। আগের চেয়ে আরও নীরব, আরও নির্জন হয়ে ওঠেন মনে মনে। মাথার ভেতর সারাক্ষণ কেবল পাদরির কথা বাজতে থাকে—তার আগমনের সময় হয়ে এলো! তার আগমনের সময় হয়ে এলো!

কার আগমন?

কে তিনি?

কী তার পরিচয়?

একদিন পবিত্র ঘর কাবার চত্বরে বসে ছিলেন একলা একাই। হঠাৎ ইবনে আবিস সালত-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। জায়েদ ইবনে আমরের সাথে কথা হচ্ছে তার। ইবনে আবিস সালতের কণ্ঠে বৃষ্টিপূর্ব মেঘের মতোই উদ্বিগ্নরা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করছে- কী মিয়া, যাচ্ছে কেমন দিনকাল? কিছু কি খবর পেলে? দেখো বাপু, যা-ই বলো না

কেন; এক ইলাহের বিশ্বাস ছাড়া কিছুই কাজে দেবে না কিয়ামতের দিন। দেখে নিয়ো, সেই মহামানবের সময় কিন্তু হয়ে এসেছে।

এবার আর আমাদের প্রিয় আবু বকর স্থির থাকতে পারলেন না। তাকে এ রহস্যের জট খুলতেই হবে।

কে তার স্বপ্নের মহানায়ক?

কিন্তু বললেই কি খোলা যায় সব রহস্যের জট? এই উত্তপ্ত মরুভূমির কঠিন পাহাড়ে ঢাকা মক্কানগরীতে এমন কে আছে, যে তার রহস্যের জট খুলে দেবে?

কেউ কি নেই?

তবে?

কী উপায় হবে আমাদের প্রিয় আবু বকরের?

মক্কায় তখন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল নামের একজন বয়োবৃদ্ধ লোক বাস করেন; জ্ঞানে-গুণে সবার শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। আবু বকর ভাবলেন তিনিই পারবেন এই রহস্যের জট খুলতে!

যেই ভাবা সেই কাজ। একদিন গিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের পথ আগলে দাঁড়ালেন- এই যে চাচা, আপনাকেই খুঁজছিলাম। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি জানি এই বিপদ থেকে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন।

- আরে হয়েছেটা কী, বলবে তো!

ওয়ারাকার কথায় এবার যেন ভরসা খুঁজে পেলেন আমাদের প্রিয় আবু বকর। তারপর খুলে বললেন তাকে। সব শুনে ওয়ারাকা যেন বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। রূপকথার ঝাঁপি খুলে দেওয়ার মতোই বুকের দরজাটা মেলে ধরলেন ধীরে ধীরে। হ্যাঁ বাবা, সময় অতি নিকটে। সেই মহামানবের আবির্ভাবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আকাশে-বাতাসে। মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশে আসবেন তিনি। অন্ধকারে ডুবে-থাকা মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাতেই আবির্ভাব হবে তার।

এমনি করে আরো ক'টা দিন কেটে গেলো হজরত আবু বকরের।

মক্কার বাতাসে বাতাসে কী এক ফিসফিসানি!

মানুষে মানুষে কেমন কানাকানি!

হাসির দমকে ফেটে পড়তে চাইছে কেউ কেউ। তাচ্ছিল্যের ঢেউ ওঠে পাড়া-মহল্লায়। আহ-হা পাগলের কী প্রলাপ! শেষপর্যন্ত মানুষটার মাথাটাই গেলো গো!

রঙ্গ-প্রিয় আরবরা যেন হাসির এক নতুন উপলক্ষ পেয়ে গেলো! সুযোগ পেলে ঘুমন্ত বাঘের গায়ে ঢিল ছোঁড়া বড়ই পছন্দের নির্বোধ মানুষের। তারা এ সুযোগ আর হাত ছাড়া করবে কেন?

হাসির ভরা কলসি কাঁখে তাদেরই কেউ দৌড়ে গেলো রাসুলুল্লাহর প্রিয় বন্ধু আমাদের প্রিয় মানুষ হজরত আবু বকরের দরজায়- কী মিয়া, থাকো কোথায়? এদিকে যে কত কাণ্ড ঘটে গেলো! খবর কি কিছুই পাওনি? দেখো তোমার পাগল বন্ধুটা কী সব আজেবাজে বকছে!

তৃষ্ণার্ত হৃদয় ঝর্নার খবর পেলে বাধা কি আর মানে?

আবু বকর আর বিলম্ব করলেন না। সোজা চলে গেলেন বাইতুল্লাহয়- যেখানে ইবাদতে মগ্ন প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ! কোনো ভনিতা কিংবা বাজিয়ে দেখা নয়! ঠিক যেন গয়নার দোকানে গিয়ে সঠিক দামে খাঁটি স্বর্ণটা তুলে নিতে চাচ্ছেন কোমল আর চির বিনয়ী আমাদের প্রিয় আবু বকর- হে আবুল কাসেম, লোকজনের মুখে যা শুনছি, তার সবই কি ঠিক? আপনি কি এক ইলাহর ইবাদতের কথা বলছেন? আল্লাহর প্রেরিত নবী হওয়ার দাবিও নাকি করছেন?

রাসুলুল্লাহর কণ্ঠে ভুবন-জুড়ানো মায়া- আবু বকর, ঠিকই শুনেছো। আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। মানুষকে আলোর পথ দেখাতে আদেশ করেছেন। তুমি একদম মিথ্যে শোনোনি আবু বকর।

আবু বকর কী করবেন? তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সবার মতো দূরে সরে যাবেন?

উঁহু, ইতিহাস যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে তিনি কেমন করে অন্ধকারে ডুবে থাকেন? আমাদের প্রিয় আবু বকর তো আর সবার মতো নন। তিনি অন্য এবং অনন্য! আলোর দেশের প্রথম নাগরিক তিনি। সাহসের মূর্তপ্রতীক আবু বকর রাসুলুল্লাহর হাতে হাত রেখে দৃপ্ত কণ্ঠে শপথ নিলেন মুক্তির। বললেন- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি তাঁর রাসুল।